

সেমিনার শিরোনাম: খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত (SDG,Goal-2)

আয়োজনে: বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (BIRTAN)

সহযোগিতায়: Global Alliance for Improved Nutrition (gain)

স্থান : বারটান , সম্মেলন কক্ষ, আড়াইহাজার, নারায়ন

তারিখ: ০২ এপ্রিল, ২০২২ খ্রি:

প্রধান অতিথি: জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়।

সভাপতি: জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বারটান।

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান)- এর উদ্যোগে এবং Global Alliance for Improved Nutrition (gain)-এর সহযোগিতায় ০২ মার্চ ২০২২ খ্রিঃ তারিখে “খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে টেকসই উন্নয়ন অর্জিত (SDG,Goal-2)’ শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। বারটান এর প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ ভবনের সম্মেলন কক্ষে এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। উক্ত সেমিনারে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এ এফ এম হায়াতুল্লাহ (গ্রেড-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং জনাব আশেক মাহফুজ, পিএইচডি, পোর্টফলিও লিডার গেইন, বাংলাদেশ। সেমিনারে প্যানেল আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনাব ডঃ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস, জনস্বাস্থ্য পুষ্টি প্রতিষ্ঠান, জনাব ডাঃ জুবাইদা নাসরীন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, জনাব ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ খাদ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) এবং জনাব মোঃ বেনজীর আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বারটান। অনুষ্ঠানে মোট চারটি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়।

অতিথিদের আসন গ্রহণ শেষে, পবিত্র কুরআন মজিদ তিয়াওয়াত করার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। অনুষ্ঠানের স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ, নির্বাহী পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বারটান। স্বাগত বক্তব্যের পর তিনি বারটানের কালক্রমিক ইতিহাস, মিশন, ভিশন, গবেষণা কার্যপরিধি, চ্যালেঞ্জ সর্বোপরি বারটানের পরিচিতি উপস্থিতিদের সামনে তুলে ধরেন এবং বারটানের প্রতিষ্ঠান জন্য জনাব ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিমকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন।

জনাব তাসনীমা মাহজাবীন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান সেমিনারে প্রথম প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘টেকসই উন্নয়ন অর্জিত সম্পর্কিত বারটান-এর কর্মপরিধি’। তিনি তার উপস্থাপনের মাধ্যমে জানান, বারটান ম্যানডেট অনুযায়ী দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে ফলিত পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যা এসডিজি এর লক্ষ্য ২ এবং সূচক ২.১, ২.২ কে সমর্থন করে। এছাড়া এসডিজি action plan অনুযায়ী (বেছরব্যাপী নিরাপদ, পুষ্টিকর ও পর্যাপ্ত খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত বিষয়ক প্রকল্প এর মাধ্যমে সূচক ২.১ এর অর্জনের জন্য কাজ করছে। বারটান এর বিভিন্ন গবেষণা এবং অবকাঠামো প্রকল্প টেকসই উন্নয়ন অর্জিত অর্জনে অবদান রাখে।

সেমিনারের দ্বিতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জবাব মোঃ আবুল বাশার চৌধুরী, প্রজেক্ট ম্যানেজার, কমার্শিয়ালয়লাইজেশন ও ফরটিফাইড ফ্রপ, গেইন, বাংলাদেশ। তাহার উপস্থাপিত প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসলের সম্ভবনা’। প্রবন্ধে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয় গুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

- বাংলাদেশের সংবিধানের ১৮(১) ধারায় জনগনের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্য উন্নতিরসাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবেন কথাটি তুলে ধরেন। বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা পুষ্টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে বলেছেন ‘অপুষ্টি শারীরিক ও মানসিক উন্নয়ন রোধ এবং রোগের জন্য সবচেয়ে বড় একক অবদানকারী। ব্যক্তিগতভাবে আমি সব স্তরে এই চ্যালেঞ্জগুলি গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।’ বিষয়টি তুলে ধরেন;
- বাংলাদেশের জনগনের জিংক সন্নিহিত চিত্র এবং জিংক সন্নিহিত দরুন সৃষ্ট স্বাস্থ্যগত সমস্যা তুলে ধরেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, পাঁচ (০৫) বছরের নিচে ৩৬% শিশু (BDHS 2014), ৫৭% সন্তান জন্মদানক্ষম নারী (icddr’b 2013) এবং বাংলাদেশের ১৬৪ মিলিয়ন জনগনের মধ্যে ৬৫.৬ মিলিয়ন মানুষ জিংক সন্নিহিত ভুগছে। দৈনিক খাদ্য তালিকায় জিংক এর পরিমাণ কম থাকলেও মানব দেহে এর গুরুত্ব অপরিমিত। জিংক সন্নিহিত হলে সংক্রামক (ডায়রিয়া, নিউমনিয়া) হয়, বৃদ্ধি ও বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়, অসংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, ক্ষুধা মন্দা সৃষ্টি হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়;
- ভাত বাংলাদেশের প্রধান খাবার। বাংলাদেশের জনগন এর খাদ্য শক্তির ৬২% পূরণ হয় ভাত থেকে। তাই ধান এর জিংক বায়ো- ফরটিফিকেশন, বাংলাদেশের জিংক সন্নিহিত দূরীকরণের একটি সহজ এবং উত্তম পন্থা। বাংলাদেশে বর্তমানে বারি ধান৬২, বারি ধান৭২, বারি ধান৮৪, বিনা ধান২০ এবং বঙ্গবন্ধু ধান১০০ নামে মোট ছয়টি জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত আছে;
- জিংক সমৃদ্ধ চালের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বাণিজ্যিক উৎপাদন বৃদ্ধি পায়নি;
- জিংক সমৃদ্ধ চালের উৎপাদন বৃদ্ধি এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে সহায়ক;
- জিংক সমৃদ্ধ চালের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাজারজাত করনে কাজ করছে;
- ধানের পাশাপাশি গম, ভুট্টা, মিষ্টি আলু কেও জিংক ফরটিফিকেশন আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ দেয়া হয়;

সেমিনারের তৃতীয় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জবাব মোঃ মনিরুল ইসলাম, যুগ্মসচিব (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। তাঁর উপস্থাপিত প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নঃ পরিপ্রেক্ষিত বাংলাদেশ’। উপস্থাপক তাহার প্রবন্ধে এসডিজি গোল, সূচক, বাংলাদেশে এসডিজির চলমান কার্যক্রম এবং এসডিজির সামগ্রিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেন। প্রবন্ধে আলোচিত উল্লেখযোগ্য বিষয় গুলো নিম্নে আলোকপাত করা হলঃ

- জনাব মনিরুল ইসলাম এসডিজি তে বাংলাদেশের সফলতা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এসডিজি সফল কথা তুলে ধরেন;
- এসডিজি তে ১৭ টি গোল, ১৬৯ টি টার্গেট ও ২৩১ টি ইনডিকেটর বিদ্যমান;
- এসডিজি অর্জন করতে হলে সবাই কে কাজ করতে হবে এবং ব্যাপক বিনিয়োগ বাড়াতে হবে;
- এসডিজি মৌলিক প্রিন্সিপ্যাল হচ্ছে **people, planet, prosperity, peace and partnership**. এই পাঁচটি প্রিন্সিপ্যাল তিনটি বৈশিষ্ট হল **Universality, Integration and ambition**;
- এসডিজি অর্জন করতে হলে সব স্তরের মানুষকে উন্নয়নের আওতায় আনতে হবে;
- এসডিজিতে অধিকার (**right**) কে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে;
- এসডিজি অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন;
- বাংলাদেশের ডেল্টা প্ল্যান এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এসডিজি অর্জন কে বিবেচনা করে করা হয়েছে;
- প্রতিটি মন্ত্রণালয়কে এসডিজি অর্জনের জন্য টার্গেট নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। এবং আগামী এক বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে এসডিজি অন্তর্ভুক্ত করার তাগিত দেয়া হয়েছে;
- বাংলাদেশ সরকারের প্রতিটি কর্মচারী এসডিজি অর্জন সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে;

- এসডিজি অর্জনের জন্য তরুণদের কাজে লাগানোর ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলা হয়েছে;
- এসডিজি অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে;

সেমিনারের ৪র্থ প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এবং ইমরুল হাসান, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল “টেকসই উন্নয়ন অর্জন এবং কৃষি”। বারটান কৃষি মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি সংক্রান্ত গবেষণা ও ট্রেনিং ইনস্টিটিউট। তাই এসডিজি এর পুষ্টি সম্পর্কিত গোল ২ অর্জনে বারটানের দায়িত্ব অনেক উল্লেখ করে জনাব মোঃ রুহুল আমিন তালুকদার বলেন

- বারটান এর সকল কর্মকর্তাদের **prevalence of under Nutrition (POU)** সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। কিভাবে POU গণনা করা হয়, পূর্বে কিভাবে গণনা করা হত, বর্তমান আপডেটে মেথডলজি কি ইত্যাদি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে;
- **Stunting** এর হার বাংলাদেশে হ্রাস পাচ্ছে। কিন্তু বর্তমানে চলমান কোভিড-১৯ অতিমারী, জলবায়ু পরিবর্তন, অপ্রত্যাশিত প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট দুর্যোগের কারণে খাদ্য গ্রহণের উপর কি প্রভাব পড়েছে তা বারটানকেই খুঁজে বের করতে হবে;
- যেহেতু বারটান কৃষি মন্ত্রণালয় এর পুষ্টি নিয়ে কাজ করার আলাদা একটি প্রতিষ্ঠান। এই ধরনের দুর্যোগ হলে **stunting** কি পরিমাণ বাড়তে পারে এবং বাড়লে তা কিভাবে সমাধান করা যায় সেটিও বারটানকে জানতে হবে;
- পাঁচ বছরের কম শিশুদের খর্বতা (**stunting**) দীর্ঘস্থায়ী অপুষ্টি ফলাফল। কি কি কারণে **stunting** হয়, কেন হয় তা সম্পর্কে বারটানকে জানতে হবে;
- **Food Insecurity Experience Scale (FIES)** একটি রেপিড এসেসমেন্ট, **FIES** ডাটা সংগ্রহের কোরসেনিয়ার কেমন, কিভাবে ডাটা সংগ্রহ করা হয়, কিভাবে ইনডিকেটর জেনারেট করা হয়, কিভাবে মনিটর করা হয়, কত ফ্রিকোয়েন্সি মনিটর করা হয় সে সম্পর্কে বারটান এর কর্মকর্তাদের বিস্তারিত জানার পরামর্শ দেন;
- **FAO** বাংলাদেশের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য গড়ে প্রতিদিন ২৪০০ কিলোক্যালোরি এবং **HIES (Household Income and expenditure survey)** অনুযায়ী ২২০০ কিলোক্যালোরি গ্রহণের পরামর্শ দেয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশে মানুষের কাঙ্ক্ষিত খাদ্য বৈচিত্র্য (**desirable dietary diversity**) হার খুব কম। বাংলাদেশের ৩২% শিশু **Minimum Acceptable Diet (MAD)** পাচ্ছে। একই সাথে **Minimum dietary diversity for women (MADW)** এবং **Minimum diet diversity for children (MDDC)** পূরণেও বাংলাদেশ অনেক পিছিয়ে আছে। বারটারনের উচিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের কৃষি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসংস্থাকে অনুরোধ করা খাদ্য উৎপাদনে বাড়ানোর সাথে পুষ্টির বিষয় সমূহ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করার জন্য;
- বারটানকে বাংলাদেশে অপুষ্টি দূরীকরণে জনগনের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে, কোন ধরনের পদক্ষেপ নিতে হবে তা সরকারকে অবহিত করতে হবে;
- বাংলাদেশে তথা অনেক উন্নয়নশীল দেশে এসডিজির অনেক ইনডিকেটরের তথ্য নেই। বারটানের এসডিজির পুষ্টি সম্পর্কিত ইনডিকেটর গুলো বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) বিভিন্ন সার্ভেতে যোগ করা হয় অথবা বারটান নিজেই ইনডিকেটর গুলো তথ্য সংগ্রহ করতে পারে;

জনাব ইমরুল হাসান, উপসচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এসডিজি অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্পর্কিত কার্যক্রম এবং কর্মসূচি তুলে ধরেন।

- এসডিজির ১৭ টি গোল এর মাঝে ১০টি গোলের সাথে কৃষি মন্ত্রনালয়ের সাথে সম্পর্কিত
- এসডিজির ১৬৯ টি টার্গেট এর মাঝে ৩৩ টি টার্গেটের সাথে কৃষি মন্ত্রনালয়ের সাথে সম্পর্কিত
- এসডিজির ৫ টি টার্গেট অর্জনে প্রধান দায়িত্ব পালন করছে কৃষি মন্ত্রনালয়
- এসডিজির ৪ টি টার্গেট অর্জনে সহ নেতৃত্ব দায়িত্ব পালন করছে কৃষি মন্ত্রনালয়
- এসডিজির ২৩২ টি ইনডিকেটর এর মধ্যে ১৭ টি ইনডিকেটর সাথে কৃষি মন্ত্রনালয়ের সাথে সম্পর্কিত

এসডিজি অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রনালয়কে নিম্ন উল্লেখিত কাজগুলো করার সুপারিশ করা হয়-

- সারা বছর সবার জন্য নিরাপদ, পুষ্টিকর এবং পর্যাপ্ত খাবার নিশ্চিত করা।
- খামারের উৎপাদনশীলতা এবং ছোট আকারের খাদ্য উৎপাদনকারীদের আয় বৃদ্ধি করা
- টেকসই খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করা;
- জেনেটিক সম্পদ সংরক্ষণ;
- গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ
- সেচের পানির কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।
- এসডিজি অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রনালয়ের নিম্নে উল্লেখিত কাজগুলো করতে হবে-

এসডিজি অর্জনের জন্য কৃষি মন্ত্রনালয় নিম্নে উল্লেখিত পদক্ষেপগুলো নিয়েছে-

- উচ্চ ফলনশীল, হাইব্রিড, বায়োটেক/ট্রান্সজেনিক এবং পুষ্টি সমৃদ্ধ ফসলের জাত উন্নয়ন
- উন্নত জাত ও যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা
- ফসল বহুমুখীকরণ এবং উচ্চ মূল্যের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি
- জলবায়ু সহনশীল (খরা, নিমজ্জন এবং লবণাক্ত প্রবণ) ফসল উৎপাদন কৌশলের উন্নয়ন
- মান সম্পন্ন বীজ উৎপাদন এবং বিতরণ।

প্যানেল আলোচনাঃ

জনাব ডঃ এস এম মোস্তাফিজুর রহমান, লাইন ডিরেক্টর, ন্যাশনাল নিউট্রিশন সার্ভিস বলেন,

- এসডিজির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ইনডিকেটর গুলোতে বাংলাদেশ ভাল অবস্থানে আছে কিন্তু বাংলাদেশে স্থূলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ অসংক্রামক রোগে মারা যাচ্ছে। সঠিক খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে কিভাবে এই সমস্যা গুলোর সমাধান করা যায় বারটান কে সে সম্পর্কিত গবেষণা করতে পারে
- বাংলাদেশে কৃষিতে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য যে উচ্চফলনশীল হাইব্রিড জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে সেই জাতগুলোর স্বাস্থ্যের উপর কোন প্রভাব আছে কিনা সেটা জাত অবমুক্ত করার সময় গবেষণা করা উচিত বলে তিনি মনে করেন।
- পুষ্টি উন্নয়ন করতে হলে ফরটিফাইড, বহুমুখী ফসল উপাদান করতে হবে
- পুষ্টি উন্নয়নে সকলকে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে হবে।

জনাব ডাঃ জুবাইদা নাসরীন, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ

- সেমিনারে উপস্থিত সকলকে সালাম ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তাঁকে সেমিনারে আমন্ত্রণ করার জন্য, তিনি মূলত বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ এর কার্যক্রম তুলে ধরেন ্ তিনি আরও বলেন বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ বাংলাদেশের ২২ টি মন্ত্রণালয়ের পুষ্টি সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় করে।
- এসডিজির ১২ টি লক্ষ্য পুষ্টির সাথে সম্পর্কিত যা অর্জনের জন্য আন্ত : মন্ত্রণালয় কার্যক্রম আর যোরদার করতে হবে।

জনাব ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি)

- বাংলাদেশ মানুষের প্রধান খাবার ভাত, তাই ধানকে ফরটিফাইড করলে মাইক্রো- নিউট্রিএন্ড এর সল্গতা সফল ভাবে দূর করা যাবে
- ব্রি'র উচ্চ আমিষ, আয়রন, এন্টি -অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ধান আছে সেগুলোর উৎপাদন বাড়ানো দরকার।
- বারটান কোন অঞ্চলে কোন পুষ্টি উপাদানের ঘাড়তি সে সম্পর্কিত পুষ্টি ম্যাপিং করলে সেই ভাবে অঞ্চল ভিত্তিক চাষ আবাদ করা যাবে।
- ব্রি এবং বারটান পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা কার্যক্রম যৌথ ভাবে করতে পারে ।

জনাব মোঃ বেনজীর আলম, মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর।

- কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী ফসল উৎপাদনে কৃষকদের উৎসাহিত করছে।
- কিভাবে নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন করা যায় সে বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করছে;
- কৃষকদের জৈব সার ব্যবহারে উৎসাহিত করছে।

প্রশ্নত্তর পর্ব

প্রবন্ধ উপস্থাপন শেষে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীরা প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্ব সঞ্চালন করেন জনাব তাসনীমা মাহজাবীন, উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারটান। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীরা বারটানকে এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। তপন কুমার দে, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, তিনি ধানের পাশাপাশি ডাল কে ফরটিফাইড করার পরামর্শ দেন। প্রানি সম্পদ কর্মকর্তা, নারায়ণগঞ্জ, প্রানিজ আমিষ উৎপাদনে গুরুত্ব দিতে হবে মর্মে মন্তব্য প্রদান করেন। ড: আক্তার ইমাম, উপপরিচালক বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি পরিষদ জানতে চান শস্য, সবজি, ডিম, দুধ, মাছ মাংশ উৎপাদ কাঙ্কখিত হচ্ছে তাহলে জনগনের খাদ্য গ্রহণ কম কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে উপস্থাপকগণ শস্য উৎপাদন পরবর্তী নষ্ট (postharvest loss) কে দায়ী করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য:

জনাব আশেক মাহফুজ, পিএইচডি, পোর্টফলিও লিডার গেইন, বাংলাদেশ।

বারটানকে এই ধরনের সেমিনার আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ জানান। গেইন খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কাজ কাজ করে। এবং কৃষকদের স্বাস্থ্য এবং পেশাগত ঝুঁকি ও পুষ্টি নিয়ে বারটানের সাথে কাজ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

এ এফ এম হায়াতুল্লাহ (গ্রেড-১), চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) বলেন বারটান এর কার্যক্রম দেশের পুষ্টি উন্নয়ন এ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। বারটান কে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য সংস্থাকেও এগিয়ে আসার আহবান জানান।

প্রধান অতিথির বক্তব্য

সেমিনারের প্রধান অতিথি জনাব মোঃ সায়েদুল ইসলাম, সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়। তার বক্তব্যের শুরুতেই তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি এবং কৃষককে সব সময়

গুরুত্তর সাথে বিবেচনা করতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর সকল কর্মকাণ্ডে কৃষি এবং কৃষকে গুরুত্তর সাথে বিবেচনা করতেন। তাঁর সময়ের বাজেটের এক পঞ্চমাংশ বরাদ্দ ছিল কৃষিতে। তিনি বিশ্বাস করতেন কৃষি এবং কৃষকের উন্নতি হলেই দেশের উন্নতি হবে। বঙ্গবন্ধু আধুনিক কৃষির প্রচলন করেছেন, কৃষির উন্নয়নের জন্য বিদেশ থেকে উন্নত বীজ নিয়ে এসেছেন, সেচ যন্ত্র নিয়ে এসেছেন, কর মুওকুফ করেছেন এছাড়া আর অনেক যুগোপযোগী কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন এবং বাস্তবায়ন করেছেন। তাঁরই ধারাবাহিকতায় তার সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাজের ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল সূচকে বাংলাদেশ উন্নতি করতে পেরেছেন। এসডিজি ট্র্যাকিং-এ বাংলাদেশে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চলছে। ইতোমধ্যে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের ধারাবাহিক অগ্রগতির জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এসডিজি অগ্রগতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এসডিজি-লক্ষ্য-২ অর্জনের জন্য কাজ করছে। এই লক্ষ্য অর্জনের এর সাথে আর সাতটি লক্ষ্য জড়িত। বাংলাদেশ খাদ্যশস্য, মাছ, ডিম মাংস উৎপাদনে এখন স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের সামনে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ এত কম জায়গার মাঝে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আমাদের উৎপাদন বেড়েছে এখন আমাদের এই উৎপাদনকে টেকসই করতে হবে। উৎপাদন টেকসই করতে হলে আমাদের উৎপাদন প্রতিনিয়ত বাড়াতে হবে। আমাদের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে খাদ্যের সহজলভ্যতার সাথে আমাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন আনতে হবে, পুষ্টিগত জ্ঞানের যে ঘারতি আছে তার উন্নয়নের জন্য ব্যাপকভাবে কাজ করতে হবে এবং বারটানকেই সেই কাজটি করতে হবে। বারটান ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে যথাযথ ভূমিকা রাখতে পারেনি। কিন্তু এখন সময়ের দাবী এবং জাতির প্রয়োজনেই বারটানের মত একটি প্রতিষ্ঠান দরকার। মাননীয় সচিব মহোদয় বারটানকে শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন মর্মে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন একই সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বারটানকে সহযোগিতার কথা বলেন। বাংলাদেশ খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন করেছে এখন বাংলাদেশকে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন করতে হবে, কারণ পুষ্টি নিরাপত্তা খাদ্য নিরাপত্তার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ। বারটান যেহেতু পুষ্টি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে, জনগণকে সচেতনতা করে এবং গবেষণা করে তাই তিনি এই বিশ্বাস করেন পুষ্টি নিরাপত্তা কিভাবে অর্জন করা যায় সেটিতে বারটান সফলভাবে কাজ করতে পারবে। বর্তমানে আরও একটি বড় সমস্যা হল উৎপাদনের সাথে মানুষের আয় বাড়ছে না ফলে ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে না ফলে পুষ্টি নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই জন্য কৃষিতে আমাদের আয় বাড়াতে হলে কৃষিকে লাভজনক করতে হবে। কৃষিকে লাভজনক করতে হলে কৃষিতে রপ্তানি যোগ্য করতে হবে, উচ্চ মূল্যের ফসল (high value crop) উৎপাদন করতে হবে, কাঁচা মালে ভ্যালু এডিশন করে রপ্তানি করতে হবে, কৃষিকে প্রক্রিয়াজাত শিল্পে নিতে হবে তাহলেই আয় বাড়বে যেটা পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা করবে। এসডিজি অর্জন করতে হলে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। পুষ্টি নিরাপত্তা একটি সম্বলিত প্রচেষ্টা। বারটান, জাতীয় পুষ্টি পরিষদ, আইপিএইচএন, বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারি, NGOs সম্মিলিত ভাবে কাজ করলে পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন হবে এবং এসডিজি গোল-২ সফলভাবে অর্জিত হবে। তিনি গেইনকে বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ জানান এ ধরনের একটি সেমিনারের আয়োজনে বারটান এর পাশে থাকার জন্য। সবশেষে বারটানকে আন্তরিক ধন্যবাদ দিয়ে এবং বারটানকে আরও শক্তিশালী হিসাবে গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

সেমিনার থেকে প্রাপ্ত পরামর্শ

- এসডিজি অর্জন করতে হলে সবাই কে সবাই কে নিয়ে উন্নয়নের আওতায় আনতে হবে;
- এসডিজি অর্জন করতে হলে বাংলাদেশের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে;
- বারটান কে পুষ্টি ম্যাপিং নিয়ে কাজ করা;
- পুষ্টি সম্পর্কিত গবেষণা জোরদার করা ;
- পুষ্টি প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাকে শক্তিশালী করা;
- সারা বছর নিরাপদ, জৈব ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন ও ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা/প্রশিক্ষণ বাড়ানো;

- খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রদান;
- খাদ্য ভিত্তিক পুষ্টি (প্রযুক্তিযুক্ত পুষ্টি) সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা,;
- জেলা বা উপজেলা ভিত্তিক বা কৃষি-বাস্তুসংস্থান অঞ্চল ভিত্তিক অপুষ্টিজনিত স্বাস্থ্য সমস্যা চিহ্নিত করুন এবং প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

সভাপতির বক্তব্য

বারটান এর নির্বাহী পরিচারক মহোদয়, সম্মানিত প্রধান অতিথিকে তার মূল্যবান সময় দিয়ে বারটান এ উপস্থিত হয়ে অনুষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরও ধন্যবাদ জানান অনুষ্ঠানের সহযোগী সংগঠন গেইন বাংলাদেশকে, তিনি উল্লেখ করেন গেইন এর আন্তরিক সহযোগিতায় বারটান এই অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছে। এছাড়া তিনি সেমিনারে উপস্থিত হয়ে এবং বিভিন্ন মূল্যবান পরামর্শ এবং তথ্যবহুল উপস্থাপন এর মাধ্যমে সেমিনারটিকে প্রানবন্ত করার জন্য আগত অতিথিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সভাপতি আশা প্রকাশ করেন যে আজকের সেমিনার এ উপস্থিত বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধিগন বারটান এর সাথে সমন্বয় করে এর কাজ কে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। পরিশেষে তিনি উপস্থিত সকলকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।